

## সূরা আশ্শ শূরা-৪২

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

#### অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় পূর্ববর্তী সূরার প্রায় কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নলডিকি বলেছেন, এই সূরা পূর্ববর্তী সূরার কিছুকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মারদাওয়াই এবং ইবনে মুবাইর বলেছেন, ইবনে আবাস এর মতে এই সূরা মক্কায় এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা চরমে পৌছেছিল এবং মুসলমানগণ একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি ঐশী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজের আআরই ক্ষতি সাধন করে এবং নিজেই এই প্রত্যাখ্যানের কুফল ভোগ করে থাকে। বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণার সাথে আরম্ভ হয়েছে যে কুরআন মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়, উচ্চ মর্যাদাশালী এবং অতি মহান আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতি একে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত শক্তি-সামর্থ্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অর্জন করা থেকে বাঞ্ছিত হয়ে নিজেদেরই পরম ক্ষতি সাধন করবে।

#### বিষয়বস্তু

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় অবলম্বনে সূরাটি আরম্ভ হয়েছে এবং বলা হয়েছে মানুষের পাপাচারের সংখ্যা বছ এবং পাপগুলোও গুরতর। তবে আল্লাহ তাআলার ক্ষমাশীলতার পরিধি এ সবের চাইতে অনেক বেশী এবং সীমাহীন। তাঁর করণার চাহিদা মোতাবেক মানব-মন্ডলীকে পাপ থেকে পরিত্রাপের জন্য তিনি কুরআন অবতীর্ণ করলেন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এমনি বিচ্ছিন্ন যে সে আল্লাহ তাআলার এই রহমত থেকে উপকার লাভ না করে নিজের ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি প্রতিমার পূজা করতে লেগে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তোমার এত দুঃখিত হবার কিছু নেই, অবিশ্বাসীদের কুর্মের জন্য তাদেরকেই দায়ী করা হবে। কেননা তুমি তাদের উপর নিযুক্ত অভিভাবক নও, তোমার কর্তব্য মানুষের কাছে শুধু ঐশী-বার্তা পৌছে দেয়া। বাকীটা আল্লাহ তাআলার কাজ। অতঃপর সূরাতে বলা হয়েছে, যখনই ধর্মের মৌলিক নীতিমালা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা দেয় তখন আল্লাহ তাআলা এ সব মতানৈক্য দূর করে মানুষকে সঠিক-সত্য পথে আনার জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষের অভ্যন্তর ঘটিয়ে থাকেন। সকল ধর্মের মৌলিক নীতিমালা এক হওয়ার কারণে প্রেরিত পুরুষগণ একই ধর্ম অনুসরণ করেছেন। এই মৌলিক নীতিটি হলোঃ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই ‘ধর্মেরই’ পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণতম ধ্রুকাশ ঘটেছে কুরআনের অবতীর্ণ ঐশী-বাণীর মধ্যে আর এই জন্য এই পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত ইলাহী ধর্মের অনুসরণকে বিশ্বের সর্বামনবের কাছে পৌছে দেবার জন্য মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এল। তাঁকে বলা হলো, অত্যাচার-অনাচার, বাধা-বিঘ্ন এবং বিরূপ অতিরিক্ত কোন কিছুকেই যেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পথে তিনি অস্তরায় মনে না করেন। সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআনে অবতীর্ণ আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালনের নামই সৎকর্ম এবং এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নাম অসৎকর্ম। জাতি এবং ব্যক্তির ভাগ্য নির্ণীত হয় তাদের সৎ-অসৎ কর্ম দ্বারা। এই কর্মের সৎ-অসৎ গুণাগুণই ভবিষ্যতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য গঠন করে থাকে। মানুষের জীবনে এমন একদিন আসে যখন তার কার্যাবলীকে নিষ্ঠি দ্বারা ওজন করা হয়। যদি তাদের ভাল কার্যাবলীর ওজন মন্দ কার্যাবলীর ওজন থেকে বেশী হয় তাহলে এক আশিসপূর্ণ সুস্থি জীবন তাদের ভাগ্যে জুটে যায়। অপরপক্ষে যাদের মন্দ কার্যাবলীর ওজন যদি তাদের সৎকর্মের ওজনকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে তাদের জীবনে নেমে আসে অনুত্তাপ, দুর্ভোগ ও দীর্ঘশ্বাস। অতঃপর এই সূরাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন এবং অসহনীয় যাতনাও ভোগ করেছেন— নিজের জন্য নয় বরং মানবের মঙ্গলের জন্য। দয়া-মায়া, প্রেম-গ্রীতি, ভালবাসা ও হিতেশণা দ্বারা তাঁর কোমল হৃদয় ভরপুর ছিল। তাঁর একনিষ্ঠ চিন্তা ও ধ্যান ছিল যে মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে সত্যিকার প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করতে। এমন অকপট, সাধু, মানব হিতেষী কি কখনো আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারেন? তথাপি তাঁর জাতি তাঁকে মহাপাপে পাপী বলতে দ্বিধা বোধ করেন। এই সাধারণ কথাটা তারা কেন বুবতে পারেনি, আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা-বানাওট কথা বলা বা আরোপ করা এমনই মারাত্মক বিষ যা ঐ মিথ্যা আরোপকারীকে সমূলে ধ্রংস করে ফেলে। অথচ ধ্রংস হওয়াতো দূরের কথা, মহানবী (সাঃ) এর মহতী প্রচেষ্টা সুফল দান করছে এবং তাঁর উদ্দেশ্য ক্রমাগতভাবে দ্রুতবেগে উন্নতি সাধন করছে। তারপর উপর্মা স্বরূপ বলা হচ্ছে, প্রাকৃতিক জগতে আমরা দেখতে পাই যে তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যখন পানির প্রয়োজন বোধ করে তখন আল্লাহ তাআলা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করেন। ঠিক অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগত যখন শুষ্ক হয়ে গেল তখন আল্লাহ তাআলা কুরআনের আকারে বারিধারা বর্ণ করলেন। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র-পরিচালনা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম ইত্যাদি পরামর্শ সভার মাধ্যমে সম্পাদন করার নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য দিয়ে এই সূরাতেই অপরাধ ও দণ্ড-বিধির ভিত্তি ও রূপরেখা কীরূপ হবে তা বলা হয়েছে। এই রূপরেখা অনুসারে শাস্তি প্রদানের আসল উদ্দেশ্য হলো অপরাধী ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন সাধন। “একগালে চড় দিলে অন্য গালও পাতিয়া দাও” খৃষ্টানদের এইরূপ

চলাও শিক্ষা কিংবা “চক্ষুর বদলে চক্ষু, আর দাঁতের বদলে দাঁত” ইহুদীদের এই মতবাদ- এর কোনটিরই স্থান ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অবস্থানযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংশোধন সাধন হয়। সূরার শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, মহানবী (সা:) তাঁর যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তিনি একজন সতর্ককারী হিসাবে সতর্করণের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী নন। তিনিই জীবন এবং তিনিই আলো। তাঁর পথই একমাত্র পথ যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। সর্বশেষে ওহী বা বাণী অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

★[শিয়া তফসীরকারকগণ এ সূরার প্রেক্ষাপট থেকে সরে গিয়ে এ সূরার ২৪ নম্বর আয়াতের এক বিভ্রান্তিকর অনুবাদ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে হয়রত মুহাম্মদ (সা:)কে যেন এ কথা বলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, কিন্তু এর বিনিময়ে আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতিদান দাও। এ আয়াতের অর্থ কখনো এটি নয়। কেননা নিজের নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রতিদান চাওয়ার অর্থ আসলে নিজের জন্যই প্রতিদান চাই না। এ কথার সমর্থনে উল্লেখ করতে হয়, হয়রত মুহাম্মদ (সা:) সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমার নিকটাত্মীয়দের এবং তাদের বংশধরদেরও কখনো সদকা দিও না। কিন্তু তোমরা নিজেদের নিকটাত্মীয়দের উপক্ষা করো না। তাদের প্রয়োজনে খরচ করা তোমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।]

দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য এবং বিশেষভাবে নিজেদের নিকটাত্মীয়দের জন্য খরচ করার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কেন সরাসরি এদের দান করেন না? এর উত্তরে বলা হয়েছে, রিয়্ক সম্প্রসারিত হওয়া বা সঙ্কুচিত হওয়ার বিষয়টি বহুবিধ প্রজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত। কেন কোন সময় রিয়্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে লোকদের পরীক্ষা করা হয় এবং কোন কোন সময় রিয়্ক সক্রাচনের মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হয়। সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাদের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে তাদের কথাই পূর্বে বলা হয়েছে, সচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা দুর্বলদের এমনকি নিকটাত্মীয়দের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না।

এরপর ৩০ নম্বর আয়াত এক বিশ্যাকর রহস্যের উদ্ঘাটন করছে। হয়রত মুহাম্মদ (সা:) এর যুগে পৃথিবীর কোন মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধারণাও করতে পারতো না। সে যুগে আকাশসমূহকে প্লাষ্টিক ধরনের কিছুর ওপর সাত স্তরে অবস্থিত মনে করা হতো, যেখানে চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এভাবে জড়িয়ে আছে যেভাবে কাপড়ে পুঁতি ও জড়ি সেলাই করে লাগানো হয়। কে বলতে পারতো, পৃথিবীর ন্যায় সেখানেও বিচরণশীল প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে? কেবল আকাশসমূহে এরূপ প্রাণী বিদ্যমান থাকার নিশ্চিত খবরই দেয়া হয়নি, বরং একত্র করার বিষয়টিকে এ কথা বলে আকাশসমূহ পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রাণী এবং আকাশে বসবাসকারী প্রাণীকে এক দিন অবশ্যই একত্র করে দেয়া হবে। এই ‘একত্রীকরণ’ কি দৈহিকভাবে হবে না কি যোগাযোগের মাধ্যমে হবে, এর জ্ঞানতো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা এ চেষ্টাপ্রচেষ্টায় লেগে রয়েছে কিভাবে আকাশে বসবাসকারী প্রাণীকূলের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপিত হতে পারে। তারা এ কথা ভাবতে বাধ্য হয়ে গেছে, পৃথিবী ছাড়াও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক্রমশূলীতেও বিচরণশীল প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُورَةُ النُّجُومِ مَكَيَّةٌ وَهِيَ مِنَ الْبَسْمَلَةِ أَذْبَرَ رَحْمَةً وَخَصْمَوْنَ آيَةً وَخَمْسَةً مُرْكَعَاتٍ

## সূরা আশ শূরা-৪২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৫৪ আয়াত এবং ৫ রংকু

১। ৰাজ্ঞাহৰ নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ৰাজ্ঞাদুন, মাজীদুন, অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সমানের অধিকারী ২৬৪৩ ।

حَمْ ②

৩। 'আলীমুন, সামী'উন, কাদীরুন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান ২৬৪৩-ক ।

عَسْقَ ③

★ ৪। এভাবেই মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তোমার প্রতি ওহী করেন এবং তাদের প্রতিও করেছেন যারা তোমার পূর্বে ছিল ।

كَذَلِكَ يُؤْرِحُونَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مُنْ قَبِيلَكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৫। ৰাজ্ঞাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই । আর তিনি অতি উচ্চমর্যাদাশালী (ও) অতি মহান ।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ⑤

★ ৬। আকাশসমূহ এর মহাকাশীয় উচ্চতায় বিদীর্ঘ হওয়ার উপক্রম হয়েছে । আর ৰাজ্ঞিশতারা প্রশংসাসহ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ২৬৪৩-খ ক্ষমা প্রার্থনা করছে । চিন্তা করে দেখ, নিশ্চয় আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী ।\*

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقَهُنَّ وَ  
الْمَلَائِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ  
يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

৭। আর আল্লাহ তাদেরও পর্যবেক্ষক ২৬৪৪ যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে । আর ৰাজ্ঞি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوَّبِهِمْ أَوْ لِيَاءَ  
اللَّهِ حَفِيظَ عَلَيْهِمْ ۝ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
بِوَكِيلٍ ⑦

দেখুন : ক. ১১ খ. ৪১৪২; ৪৩১২; ৪৪৪২; ৪৫২; ৪৬২ গ. ১৬৪৩; ২২৪৬৫; ৩১৪২৭ ঘ. ১৩৪১৪ ঙ. ৬৪১০৮; ৮৮৪২৩ ।

২৬৪৩। 'হা' দ্বারা হাফিয়ুল কিতাব (গ্রন্থের রক্ষক) এবং 'মীম' মুন্যায়লুল কিতাব (গ্রন্থ অবতীর্ণকারী) অর্থ বুবাতে পারে । কারণ এই দুটি সংক্ষিপ্ত অক্ষর হা মীম দ্বারা যে সূরাগুলো আরম্ভ হয়েছে, সেই সূরাগুলো বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ও এর সঠিক সংরক্ষণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে ।

২৬৪৩-ক। 'আইন' দ্বারা আল আলীম্য (উচ্চতম), আল আলীম (সর্বজ্ঞ), আল আলীম (সুমহান), আল আলীম (মহাপরাক্রমশালী) বুবায় । 'সীন' দ্বারা আস সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং 'কাফ' দ্বারা আল কাদীর (সর্বশক্তিমান), আল কাহ্হার (চরম শাস্তিদাতা) বুবায় ।

২৬৪৩-খ। মানুষের পাপ ব্যাপক, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কৃপা এত ব্যাপক যে এ রহমত তাঁর অন্যান্য গুলাবলীকে বেষ্টন করে রাখে । মানুষের জন্য ফিরিশতাদের দোয়ার সাথে আল্লাহ তাআলার কৃপা সম্পৃক্ত হয়ে মানুষকে ঐশী শাস্তির কবল থেকে রক্ষা করে । তাকে সময় দেয়া হয় যাতে সে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায় ।

★[পৃথিবীবাসীর ওপর যখন আকাশ থেকে বড় বড় বিপদ নেমে আসে তখন আল্লাহর পবিত্র বান্দাদের জন্য আকাশের ফিরিশতারা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে । ফিরিশতারা নিজ সন্তান নিষ্পাপ । কিন্তু তারা আল্লাহর বান্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন । (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টিকা দ্রষ্টব্য)]

২৬৪৪। আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রতি অবমাননাকর বিশ্বাসসমূহকে তিনি লক্ষ্য করেন এবং এর হিসাবও রাখেন । কিন্তু এসব ভাস্ত বিশ্বাসকে যারা কোন মতেই পরিত্যাগ করবে না বা অনুত্পন্ন হবে না, সে ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন ।

★ ৮। এভাবেই ১০আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি জনপদজননী<sup>২৬৪৫</sup> এবং এর চার দিকের সবাইকে সতর্ক কর এবং (যেন) তুমি একত্রীকরণের দিন সম্পর্কেও (তাদের) সতর্ক কর. যে (দিনের আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। (সেদিন) একটি দল থাকবে (বেহেশ্তের) বাগানসমূহে এবং একটি দল থাকবে লেলিহান আগুনে।\*

৯। ১০আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদেরকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালেমদের জন্য কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

১০। ১০তারা কি তাকে ছেড়ে অন্যদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে?  
১ অথচ (জেনে রাখ) আল্লাহই সর্বোত্তম বন্ধু। আর তিনিই  
[১০] মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর  
২ সর্বশক্তিমান।

১১। আর যে বিষয়েই তোমরা মতভেদ কর, এর মীমাংসা আল্লাহরই হাতে। (তুমি বল,) ইনিই হলেন আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে বিনত হই।

★ ১২। (তিনিই) ১০আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদিস্তুষ্ঠা। তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মাঝ থেকেও (তোমাদের কল্যাণের জন্য) জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। আর তিনি এ (পৃথিবীতে) তোমাদের (সংখ্যায়) বাড়িয়ে দেন<sup>২৬৪৬</sup>। তাঁর মত কেউই নেই<sup>২৬৪৭</sup>। তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদৃষ্টা।\*

দেখুন : ক. ২০:১১৪; ৩৯:২৯; ৪৩:৮; ৪৬:১৩ খ. ৬:৯৩ গ. ১১:১১৯ ঘ. ১৩:১৭; ৩৯:৪৪ ঙ. ৬:১৫: ১৪:১১; ৩৫:২।

২৬৪৫। উম্মুল কুরা (শহর জননী) মক্কাকে বুঝিয়ে থাকবে। কারণ যে সময় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন মক্কা সারা আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নগরীরূপে পরিগণিত ছিল। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বের জন্য চিরতরে এই নগরী আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্র হতে চলেছে। বিশ্বামানবকে এই মাত্ননগরী মক্কা আপনার আধ্যাত্মিক স্তর পান করাতে চলেছে। তোগলিকভাবেও বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রূত্তমিতে মক্কা অবস্থিত। কুরআনকেও উম্মুল কিতাব (গ্রন্থ জননী) বলা হয়েছে। যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই আরবী ভাষাকেও “উম্মুল আল সিনাহ” (ভাসাসমূহের জননী) বলা হয়েছে।

★আল্লাহর ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা ছিল ‘আল কা’বা’। এটি মক্কা নামক জনপদে অবস্থিত। এ জনপদকে উম্মুল কুরা (জনপদজননী) বলা হয়। এ অভিব্যক্তিটি অন্যান্য সব জনপদের তুলনায় এর (অর্থাৎ মক্কার) গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকতে পারে। অথবা অভিব্যক্তিটি আক্ষরিকভাবে সর্বপ্রথম নির্মিত জনপদ বুঝাতে পারে। সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যেখানে মক্কা অবস্থিত প্রাচীনকালে সেখানে ক্রমে ক্রমে আল্লাহর ঘরের চারদিকে একটি জনপদ গড়ে ওঠে। প্রারম্ভিকভাবে কিছু অজানা লোক দ্বারা তখন এটা নির্মিত হয়েছিল। মানবজাতি এর অনুকরণে জনপদ নির্মাণ করতে শিখেছিল। কাজেই একে ‘জনপদজননী’ বলা যাতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন কর্মের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৬৪৬। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে জোড়া-সম্পর্ক থাকে তারই মাধ্যমে মানব-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২৬৪৭। এ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মাঝ থেকেও (তোমাদের কল্যাণের জন্য) জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)’। অন্যত্ব বলা হয়েছে, ‘এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি’ (৫১:৪৫০)। এর দ্বারা মানুষ ভুলবশত মনে করতে পারে যে আল্লাহ তাআলারও জোড়া আছে। এই সম্ভাব্য ভাস্তু অপনোদনের জন্য এখানে বলে দেয়া হলো, কোন কিছুই তাঁর মত নয়। এই বাক্যটি পরিকারভাবে বলছে, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সত্তা। তাঁর মত কোন

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا  
لِتُنذِرَ أُمَّةً أَقْرَبَهُمْ مَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ  
يَوْمَ الْجَمِيعِ لَا زَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي  
الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ<sup>①</sup>

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
لِكِنْ يُرِيدُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ  
الظَّلِيمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دُلُوبٍ وَلَا نَصِيرٍ<sup>①</sup>

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَذْرِيَاءَ فَإِنَّهُ  
هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِبُّ الْمَوْقِرَ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>①</sup>

وَمَا أَخْتَلَكُفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  
إِلَى اللَّهِ مَذْلُوكُمْ أَسْهُدُهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَلَآتَيْتُهُ أَنِيْبَ<sup>①</sup>

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَجَعَلُ كُمْ مَنْ  
أَنْفُسُكُمْ أَزْوَاجًا وَمَنِ الْأَنْعَامُ أَدْوَاجًا  
يَذْرُو كُمْ فِيهِ مَلِيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جَدِيدٌ هُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ<sup>①</sup>

১৩। **كَمَا كَانَ شَفَاعِيُّ وَبُنْصُورِيُّ** চাবি তাঁরই (হাতে)।  
খতিনি যার জন্য চান রিয়ক সম্প্রসারিত করেন এবং  
সংকুচিতও করেন। নিচয় তিনি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১৪। তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের সেই বিধান জারী করেছেন,  
যার তাগিদপূর্ণ আদেশ তিনি নৃহকেও দিয়েছিলেন। আর  
আমরা তোমার প্রতি যে ওহী করেছি এবং ইব্রাহীম, মুসা  
এবং ঈসাকেও যার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলাম তা ছিল  
এটাই, ‘তোমরা ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে  
কোন মতভেদ করো না।’ যে বিষয়ের দিকে তুমি মুশরিকদের  
ডাকছ তা তাদের জন্যে খুব কঠিন। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে  
নিজের জন্য মনোনীত করেন। আর যে (তাঁর প্রতি) বিনত হয়  
তিনি তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন।

★ ১৫। **وَتَدَرَّجَ** কাছে জ্ঞান আসার পরে তারা একে অন্যের  
প্রতি বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছিল এবং বিভক্ত হয়ে  
পড়েছিল। আর **وَ** তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যদি  
এ আদেশ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য জারী না হয়ে থাকতো  
তাহলে অবশ্যই (ধৰ্মসের মাধ্যমে) তাদের বিষয়টির ইতি  
টেনে দেয়া হতো। আর তাদের পরে যাদেরকে কিতাবের  
উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল নিচয় তারা এ সম্পর্কে এক  
উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে আছে।

১৬। অতএব এরই ভিত্তিতে তুমি (মানবজাতিকে) আহ্বান  
জানাও। আর যেভাবে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে  
তুমি নিজ অবস্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর তুমি  
তাদের কামনাবাসনার অনুসরণ করো না। আর তুমি বল,  
‘কিতাব থেকে আল্লাহ্ যা অবর্তীণ করেছেন আমি এর প্রতি  
ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মাঝে সুবিচার করার জন্য  
আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহই আমাদেরও প্রভু-  
প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক।’ **وَ** আমাদের  
জন্য আমাদের কাজের (পুরস্কার) এবং তোমাদের জন্য  
তোমাদের কাজের (পুরস্কার)। আমাদের ও তোমাদের মাঝে  
কোন বিতর্ক (কাজে আসবে) না<sup>১৬৪৮</sup>। আল্লাহই আমাদের  
একত্র করবেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।’

দেখুন ৪ ক. ৩৯:৬৪ খ. ১৩:২৭; ২৯:৬৩; ৩৪:৩৭; ৩৯:৫৩ গ. ৪৫:১৮; ৯৮:৫ ঘ. ১০:২০; ২০:১৩০; ৪১:৪৬ ঙ. ১১:১১৩ চ. ৫:৫০  
ছ. ২:১৪০; ১০:৪২।

কিছু কল্পনায়ও আসে না। মানুষের বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার বহু উদ্রেক তিনি। যদিও মানুষের ও আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটা দূরতম,  
অপরিপক্ষ ও অপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতে পারে, তথাপি এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা সমতার চিন্তা করা একেবারে বাতুলতা মাত্র।

★[মহানবী (সা:) এর যুগে পশুদের জোড়া থাকার জ্ঞান তো ছিল এবং গাছপালার মাঝেও কোন কোনটির জোড়া থাকার কথা জানা  
ছিল। কিন্তু সেই সময় এ কথা জানা ছিল না, সব কিছু আল্লাহ্ তাআলা জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। পদার্থের প্রতিটি অগুর জোড়া  
যে রয়েছে বর্তমান যুগে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ আয়াতে মানুষের উদ্গত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়,  
জীবনের সূচনা হয়েছিল উত্তিদ থেকে। আর একথা একেবারেই সঠিক। এ আয়াতে ‘জারাতা’ শব্দটি আছে। অন্য এক আয়াতে এ বিষয়টি  
আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে ‘আস্তাতাকুম মিনাল আরয়ে নাবাতান’ (সূরা নৃহ: ১৮)। অর্থাৎ মানুষের পূর্ণজ্ঞ  
বিকাশ হয়েছে উত্তিদের ন্যায়। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

لَهُ مَقَارِنُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ جَيْسَطْ  
الْإِرْزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مِنْهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلَيْهِمْ<sup>(১)</sup>

شَرَعَ لِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا دَعَى بِهِ نُوحًا وَ  
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ مَا مَا وَصَّيْنَا بِهِ  
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهَا كُبُرٌ عَلَى  
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ مَآتِهِ  
يَعْجِزُهُ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ  
مَن يُنِيبُ<sup>(২)</sup>

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْتَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً  
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى آجَلٍ مُسَمًّى لَقُضَى  
بَيْتَهُمْ وَوَرَاثَتِ الَّذِينَ أُدْرِكُوا الْكِتَبَ مِنْ  
بَعْدِهِمْ لَفِي شَلَّةٍ قَتَلُوا مُرِيْبٌ<sup>(৩)</sup>

فِلَذَّ لِكَ فَادْعُهُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ  
وَلَا تَتَسْبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَّنْتُ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتْبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  
بَيْتَكُمْ أَنَّهُ رَبُّنَا وَدَبَّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا  
لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
اللَّهُ يَعْلَمُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>(৪)</sup>

১৭। আল্লাহ্ (অনেকের কাছে) গৃহীত হয়ে যাওয়ার পরও যারা তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তিপ্রমাণ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে অকার্যকর<sup>২৬৪৯</sup> হবে। আর তাদের উপরই (তাঁর) ক্ষেত্রে (বর্ষিত হবে)। আর তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর আয়াব।

১৮। আল্লাহই <sup>ك</sup>যথাযথভাবে কিতাব ও মানদণ্ড<sup>২৬৫০</sup> অবতীর্ণ করেছেন। আর প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যে সম্বত নিকটবর্তী তা তোমাকে কিসে বুঝাবে?

১৯। <sup>ك</sup>যারা এ (প্রতিশ্রুত মুহূর্তে) ঈমান আনে না তারাই তা শীত দেখতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা একে ভয় পায়<sup>২৬৫১</sup> এবং (তারা) জানে, এটা সত্য। সাবধান! যারা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্বন্ধে বিতর্ক করে তারা নিশ্চয় চরম বিপথগামিতায় পড়ে আছে।

২★ ২০। <sup>ك</sup>আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু। তিনি যাকে [১০] চান রিয়্ক দেন। আর তিনি অতি শক্তিশালী (ও) মহা ৩ পরাক্রমশালী।

দেখুন ৪ ক.৫৫:৮; ৫৭:২৬ খ. ১৩:৭ গ. ৬:১০৮; ২২:৬৪।

২৬৪৮। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তিনি যেন পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীদেরকে বলেন যে তিনি (সাঃ) তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থেই বিশ্বাস রাখেন। অতএব তাঁর সাথে তাদের বাগড়া-বিবাদ করার কোনই হেতু নেই।

২৬৪৯। ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, দলে দলে মানুষ এতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। অতএব অবিশ্বাসীদের মনে ইসলামের ঐশ্বী ধর্ম হওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় বা আপত্তি থাকা একেবারে অবাস্তর ও অযৌক্তিক।

২৬৫০। মানুষের পথ প্রদর্শন ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ তাআলা দুটি জিনিষ পাঠিয়েছেন ৪ (১) ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ শরীয়তের আইন-কানুন, (২) ওজনের পাল্লা যার মাধ্যমে মানুষের সৎ-অসৎ কার্যাবলীর সঠিক মূল্যায়ন, বিচার-বিশ্লেষণ, পরিমাপ ও ওজন করা হয়। “মীয়ান” (ওজনের পাল্লা) বলতে মানুষের বিচার-ক্ষমতা ও বিবেক-বৃদ্ধিকেও বুঝাতে পারে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায় অন্যায়কে মানুষ চিনতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই জগতেই (পরকালে তো নিশ্চয়) মানুষের সকল কার্যকে ঐশ্বী তুলা-দণ্ডে মাপা হয়। “মীয়ান” দ্বারা কুরআনকেও বুঝাতে পারে। কেননা ভাল ও মন্দকে বিচার করার সূচনা মাপকাঠি কুরআনে রয়েছে। অন্যত্র (৫৭:২৬) যেখানে ‘তিনি অবতীর্ণ করেছেন’ শব্দগুলো মীয়ানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এই শব্দগুলো লোহার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যা ‘শক্তির প্রতীক’। এটি ঐশ্বী ও মানবীয় নিয়মেরও নির্দেশ করছে।

২৬৫১। যে অবিশ্বাসীরা ‘শেষ বিচারের দিন’ আছে বলে বিশ্বাস করে না, সেজন্য ঐ দিনের ভয়ে তারা ভীত হয় না, তারা ঐ দিনটির আগমনকে ত্বরান্বিত করতে দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু মুমিনদের কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু তারা ঐ ভয়ক্ষর দিনে তাদের ইহলৌকিক জীবনের কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস রাখে, সেহেতু তারা এর সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে ভীত থেকে এর জন্য প্রস্তুতি প্রাপ্ত করে।

وَالَّذِينَ يُحَاجِجُونَ فِي اللَّهِ مَنْ يَعْمَلْ مَا  
اَسْتُعْجِلُ بِلَهْ حُجَّتُهُمْ دَاهِرَةً عِنْدَهُ  
رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ<sup>১৪</sup>

أَنَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَ  
الْمَيْزَانَ وَمَا يُذَرِّيكَ تَعْلَمُ السَّاعَةَ  
قَرِيبَ<sup>⑩</sup>

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا جَ  
وَالَّذِينَ أَمْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ  
يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ مَا لَا إِنَّ الَّذِينَ  
يُمَارِدُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيشٍ<sup>⑪</sup>

أَنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادَهِ يَزِدُّهُ مَنْ يَشَاءُ  
وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ<sup>⑫</sup>

২১। ক্ষে-ই পরকালের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে-ই ইহকালের ফসল চায় আমরা তা (অর্থাৎ ইহকালের ফসল) থেকে তাকে দিয়ে থাকি এবং পরকালে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না।<sup>২৬৫২</sup>

২২। তাদের সমর্থনে কি এরূপ শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন কোন আদেশ জারী করেছে, যার আদেশ আল্লাহ দেননি? আর (আমাদের) ছৃঙ্গাত্ত্ব সিদ্ধান্তের ঘোষণা যদি না হয়ে থাকতো তাহলে তাদের মাঝে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ছুকিয়ে দেয়া হতো। আর যালেমদের জন্য নিশ্চয় যত্নগাদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

২৩। তুমি যালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ব্যাপারে ভীতসন্ত্বন্ত দেখবে, কিন্তু (প্রতিশ্রুত এ আযাব) তাদের ওপর নেমে আসবেই।<sup>২</sup> আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগানসমূহে<sup>২৬৫৩</sup> থাকবে। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্ধানে তা-ই পাবে যা তারা কামনা করতো। এটাই হলো মহা অনুগ্রহ।

★ ২৪। এটা তা-ই, যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেসব বান্দাকে দিয়ে আসছেন, যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে।<sup>৩</sup> তুমি বল, ‘তোমরা নিজেদের মাঝে নিকটাঞ্চীয়সুলভ ভালবাসা প্রদর্শন কর<sup>২৬৫৪</sup>। এ ছাড়া আমি তোমাদের কাছে আর কোন প্রতিদান চাই না।’ আর যে-ই কোন পুণ্য কাজ করে আমরা তার জন্য তার পুণ্যের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল (ও) অতি গুণগ্রাহী।

দেখুন : ক. ৩:১৪৬; ১৭:২০; ১৭:১৯; খ. ২:৮৩; ১৩:৩০; ২২:৫৭; ৬৮:৩৫ গ. ২৫:৫৮; ৩৮:৮৭।

২৬৫২। যারা ইহজীবনের তুচ্ছ ও সামান্য বস্তু অর্জনের জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে তারা পরকালের অমর জীবনের মঙ্গল ও আশিবার্দসমূহ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যারা পরকালের জীবনের জন্য ইহলোকেই প্রস্তুতি নেয় তারা সীমাহীন বেহশতি সুখ-স্বাচ্ছন্দের অধিকারী হবে, যা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না।

২৬৫৩। ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান দিবসের কথা বিদ্যুপাত্তকভাবে উড়িয়ে দিয়ে উপহাস করে বলে, ঐ দিনটা তাড়াতাড়ি এসে গেলেই তো ভাল হয়। কিন্তু বিশ্বাসীরা নিজেদের গুরুদ্বায়িত্বের কথা শ্বরণ করে ঐ দিনের সামনা-সামনি হতে ভয় পায়। এই ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পুনরুত্থান-দিবসে এই চিন্তাধারা একেবারে উল্টে যাবে। অবিশ্বাসীরাই ঐদিন তাদের অপকর্মের অশুভ ফলাফলের চিন্তায় একেবারে অস্ত্রিত হয়ে পড়বে। আর সেই সময়ে মু'মিনরা আল্লাহ তাআলার ভালবাসার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে আশীর্বাদের বাগানে খুশী মনে ইচ্ছেমত চলাফেরা করবে।

২৬৫৪। এই শব্দগুলোর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে : (১) তোমাদেরকে আল্লাহর পথে আনার জন্য আমার এই যে দুর্নিবার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট থেকে কোনই উপকার বা পারিশ্রমিক চাই না, শুধু আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে তোমাদের আত্মিক মঙ্গল ও হিতেবণাই আমাকে এই প্রচার-পরিশ্রম করতে বাধ্য করে, (২) তোমাদের আধ্যাত্মিক উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে আমি যে মহাত্ম অবলম্বন করেছি এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় বা পুরক্ষার চাই না। তবে আমি একেই পুরক্ষার মনে করবো যদি তোমরা রঞ্জের আল্লাহর মত মিলে-মিশে বাস কর এবং আল্লাহদের মধ্যে পরম্পর মেহ, ভালবাসা ও

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ تَرْذَلَهُ فِي  
حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا  
تُؤْسِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
نَصِيبٍ<sup>(১)</sup>

أَمْ لَهُمْ شَرْكُوا شَرْعُوا لَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ  
مَا لَمْ يَأْدُنَّ بِهِ أَنْهُدُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ  
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ<sup>(২)</sup>

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ  
وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا  
يَشَاءُونَ إِنَّهُ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
الْكَبِيرُ<sup>(৩)</sup>

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا إِنْ شَاءَكُمْ  
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ  
يَقْتَرِفْ حَسَنَةً تَرْذَلَهُ فِيهَا حُسْنًا لَمَّا  
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ<sup>(৪)</sup>

★ ২৫। তারা কি বলে, ‘সে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলছে?’ আল্লাহ্ যদি চাইতেন তিনি তোমার অভরে মোহর মেরে দিতে পারতেন<sup>২৬৫</sup>। ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মিথ্যা মুছে ফেলেন এবং নিজ আদেশে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বক্ষে যা আছে নিশ্চয় তিনি তা পুরোপুরি জানেন।

২৬। খার তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপ ক্ষমা করেন। আর তোমরা যা কর তিনি (তা) জানেন।

২৭। গার যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি তাদের দোয়া গ্রহণ করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের (প্রতিদান) বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্য অতি কঠোর আ্যাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

২৮। আর আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য রিয়্ক সম্প্রসারিত করে দিতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক আচরণ করতে। কিন্তু তিনি এক পরিমাপ অনুযায়ী যা চান অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সদা অবহিত (এবং তাদের প্রতি) গভীর দৃষ্টি রাখেন।\*

২৯। খার তাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই তো বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর কৃপাকে ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই কার্যনির্বাহক (ও) সব প্রশংসার অধিকারী।

آمَرْ يَقُولُونَ أَفْتَرْى عَلَى الْمُهَكَّبِ بِأَجْفَانِ  
يَشَارِأَ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ  
الْبَاطِلَ وَيُحَقِّ الْحَقَّ يُكَلِّمُهُ رَائِهَ  
عَلِيهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ<sup>(১)</sup>

وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَ  
يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفَعَّلُونَ<sup>(২)</sup>

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحِ  
وَيَزِيدُهُمْ وَمَنْ فَضَّلَهُ دَاءَ الْكُفُرُونَ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيدٌ<sup>(৩)</sup>

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي  
الْأَرْضِ وَلِكُنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ دِرَانَهُ  
بِعِبَادَهُ خَيْرٌ بِصَدَرِ<sup>(৪)</sup>

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا  
قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ  
الْحَمِيدُ<sup>(৫)</sup>

দেখুন : ক.১৩:৪০ খ. ৯:১০৪; ৩৩:৭৪ গ. ২:১৮৭ ঘ. ১৫:২২ ঙ. ৩১:৩৫।

সহানুভূতিকে লালন কর, (৩) তোমাদের প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা, তার জন্য তোমাদের কাছ থেকে আমি কোন বিনিময় চাই না। আমি মাত্র এতটুকুই চাই যে তোমরা আমার বিরোধিতা করতে গিয়ে আঞ্চলিক রাজ-বন্ধনটাকে একেবারে অবহেলা করো না, (৪) আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পুরুষকার চাই না বরং আমি এটাই চাই যে তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নেকট্য লাভের উদ্দেশ্যেকে পচন্দ কর ও গুরুত্ব দাও। (কুরবা বা কুরবৎ অর্থ নেকট্য)। এই শেষোক্ত অর্থটির মিল রয়েছে ২৫:৫৮ এর সাথে যেখানে মহানবী (সা:) এর উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না কেবল এতটুকু ছাড়া যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করক”।

২৬৫৫। এই শব্দগুলোতে বুঝাতে পারে, যদি আল্লাহ্ তাআলা মনে করতেন যে তোমাকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত ও প্রবঞ্চক বলে গালি দেয়ার জন্য তাদেরকে শাস্তি দান করাই উচিত ছিল তাহলে তিনি তোমার হাদয়ের উপর মোহর মেরে দিতেন অর্থাৎ তোমার মনে তাদের জন্য কোন দয়া-মায়া ও উদ্বেগ থাকতো না যাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তুমি তাদের উপর অভিশাপ কামনা করতে। কিন্তু তুমি তা কর না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা অন্যরূপ চেয়েছেন। এর অন্য অর্থও হতে পারে, যথাঃ মহানবী (সা:) যদি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে কোনও মিথ্যা কথা বানিয়ে থাকতেন তাহলে তাঁর ব্যবহার ও চালচলণ ঐ লোকের মত হতো, যে আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করে। কিন্তু তিনি দিন দিন উত্তম হতে উত্তম ও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরের গুণাবলী ও ধার্মিকতা অর্জন করে চলেছেন। এতে বুঝা যায়, তিনি আল্লাহ্ প্রযত্ন ও হেফায়তের মধ্যে রয়েছেন, যার কারণে তিনি ভুল-ভাস্তি থাকতে পেরেছেন।

★আল্লাহ্ যদি চাইতেন অটেল রিয়্ক দিতেন এবং কেউই গরীব থাকতো না। কিন্তু রিয়্ক বন্টনের মাধ্যমে এক শ্রেণীকে বেশি এবং অন্য শ্রেণীকে কম দান করেছেন। আর উভয় অবস্থায়ই তাদের পরীক্ষা করেন। কোন কোন বান্দা রিয়্কের আধিক্যের দরশন বিপর্যাপ্ত হয় এবং কোন কোন বান্দা দারিদ্রের দরশন বিপর্যাপ্ত হয় যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, ‘ক্ষাদকাদাল ফাকর আইয়াকুমা কুফরান’ অর্থাৎ দারিদ্র খোদাকে অস্তীকারের কারণ হবে। (হ্যবরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাবে:) কর্তৃক উর্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)।

৩০। আর **كَأَكَاشَسْمُهَرِ** ও **পُثِّيَّবِيِّ** সৃষ্টি এবং এ দুয়ের  
মাঝে তিনি যেসব বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন এসবই  
৩ [১০] তাঁর নির্দর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং যখনই তিনি চাইবেন এদের  
৪ একত্র করতে তিনি **পুরোপুরি** সক্ষম<sup>২৬৫৬</sup>।

৩১। **كَأَرِ** তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই তোমাদের ওপর  
বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে  
থাকেন।

৩২। আর তোমরা **পُثِّيَّবِيِّ**তে (আল্লাহ'কে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে)  
কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না<sup>২৬৫৭</sup>। আর **গَلِيل** ছাড়া  
তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও  
নেই।

৩৩। **كَأَرِ** সমুদ্রে পাহাড়ের ন্যায় চলমান নৌযানগুলোও তাঁর  
নির্দর্শনাবলীর অন্তর্গত<sup>২৬৫৮</sup>।

৩৪। তিনি চাইলে বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন। এমনটি  
হলে এগুলো (সমুদ্র) পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয় এতে  
প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দর্শনাবলী  
রয়েছে।\*

৩৫। অথবা এসব (নৌযানকে) তিনি তাদের (অর্থাৎ  
আরোহীদের) কৃতকর্মের দরুন ধৰ্ষণ করে দিতে পারেন। কিন্তু  
তিনি অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকেন।

দেখুন : ক.৩০:২৩ খ. ৪:৮০ গ. ৬:১৩৫; ১১:৩৪; ২৯:২৩ ঘ. ৩১:৩২; ৫৫:২৫।

২৬৫৬। এই আয়াতটি আল্লাহ'র বাণীর একটি অভ্যুজ্জ্বল ও অত্যাশৰ্য সাক্ষ্য। এটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কুরআন আল্লাহ' তাআলার তরফ  
থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা মাত্র আতুড় ঘরে ছিল তখন আরব মরুর এক  
নিরক্ষর দুলালের পক্ষে এই অত্যাশৰ্য মহাপাঞ্চিত্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা কী করে সম্ভব হলো যে পৃথিবী ছাড়াও মহাশূন্যের  
অন্যান্য ঘৰে কোন না কোন আকৃতিতে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে! 'আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মাঝে তিনি যে সব  
বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন' এই বাক্যাংশটি এক আশৰ্যজনক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সেই সুদূর অতীতে প্রকাশ করেছে। কারণ  
কুরআন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ'র বাণী, এটি মুহাম্মদ (সা:) কিংবা অন্য কোন মানবের বাণী নয়। যখনই তিনি চাইবেন একত্র করতে তিনি  
পুরোপুরি সক্ষম' এই বাক্যাংশটি একটি ভবিষ্যতবাণীও হতে পারে যে এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য  
গ্রহ-গ্রহান্তরের বসবাসকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং তারা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি  
জানা গেছে, ১২,০০০ বৎসর পূর্বে আকাশ থেকে অতিথিরা ('দ্রোপাস') পৃথিবীতে এসেছিল (দি পাকিস্তান টাইমস, ১৩-৮-৬৭)।

২৬৫৭। অবিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ' তাআলা নির্ধারিত করেছেন যে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ' তাআলার এই হুকুমকে  
কেউই বানচাল করতে পারবে না। অবিশ্বাসীরা যত বাধা-বিহুই সৃষ্টি করুক না কেন তারা ইসলামের জয়যাত্রা ও অগ্রগতিকে কোন মতেই  
প্রতিহত করতে পারবে না।

২৬৫৮। এই আয়াত এবং অন্যান্য বহু আয়াতে কুরআন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমুদ্ধার্মী পাহাড়-সদৃশ জাহাজের ভূমিকার উল্লেখ  
করেছে। অথচ ঐ সুদূর অতীতে বর্তমান কালের লক্ষ লক্ষটনবাহী জাহাজের কথা মানুষের পক্ষে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আরবের এক  
মরু-সন্তানের কাছে ১৪শ' বছর পূর্বে এই সত্য কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কুরআন যে ঐশ্বী-বাণী তা সুপ্রস্তুতভাবে প্রমাণিত হয়।

★[৩৩-৩৪ আয়াতে আল্লাহ' তাআলার নির্দর্শনাবলীর মাঝে পাহাড়ের ন্যায় উঁচু বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা  
বাহ্য, মহানবী (সা:) এর যুগে সাধারণ পাল তোলা নৌকা চলতো। তাই আবশ্যকীয়ভাবে এটি ভবিষ্যতকালে সংঘটিতব্য এক  
ভবিষ্যতবাণী ছিল। এ ভবিষ্যতবাণী বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন  
করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

وَمَنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ  
فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمُوَعَلٌ جَمْعُهُمْ إِذَا  
يَشَاءُ قَدِيرٌ<sup>২৬</sup>

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ  
أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ<sup>২৭</sup>

وَمَا أَنْتُمْ بِمُغَرِّزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ ذَرَّ لَوْلَا تَصِيرُ<sup>২৮</sup>

وَمَنْ أَيْتَهُ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَلَّا غَلَامٌ<sup>২৯</sup>

إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنَ الرِّيحَ فِي ظَلَلَنَ رَوَاكِدَ  
عَلَ ظَهِيرَةِ مَرَأَتِ فِي ذَلِكَ لَائِتِ لَكُلَّ  
صَبَارٍ شَكُورٍ<sup>৩০</sup>

أَوْ يُؤْيِقْمَنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَغْفُ عَنْ  
كَثِيرٍ<sup>৩১</sup>

৩৬। <sup>ك</sup>আর যারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা যেন জেনে নেয় তাদের পালানোর কোন জায়গা নেই।

৩৭। <sup>ك</sup>আর যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের সাময়িক ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। আর যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও স্থায়ী।

৩৮। <sup>غ</sup>এবং (এটা তাদের জন্যও) যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ বর্জন করে এবং তারা যখন রেগে<sup>২৬৫৯</sup> যায় তখন ক্ষমা করে।

৩৯। এবং যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কার্যে করে, <sup>ك</sup>নিজেদের কাজ পারম্পরিক পরামর্শের<sup>২৬৬০</sup> মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং আমরা তাদের যা দান করেছি তা থেকে খরচ করে।

৪০। এবং তাদের প্রতি যখন অন্যায় করা হয় তখন তারা প্রতিশোধ (তো) নেয়,

৪১। <sup>ه</sup>তবে (তারা মনে রাখে) অন্যায়ের প্রতিশোধ তত্ত্বকুই যত্তুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষ্যে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে<sup>২৬৬১</sup>। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

দেখুন ৪ ক.২২:৪; ৪০:৫ খ. ২৮:৬১ গ. ৪:৩২; ৫৩:৩৩ ঘ. ৩:১৬০ ঙ. ২:১৯৫; ১৬:১২৭।

২৬৫৯। এই আয়াতের শব্দগুলো সকলপ্রকার পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তথাপি 'রাগ'কে একটু আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এইজন্য যে সীমা অতিক্রম করলে এই ক্রোধ থেকে বড় বড় পাপ ঘটতে পারে।

২৬৬০। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সকল কাজ-কর্ম পরম্পর পরামর্শ দ্বারা সম্পন্ন করার মৌলিক নীতিটি এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই একটি মাত্র সরল শব্দ 'শূরা' হলো প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের মূল ভিত্তি, যাকে নিয়ে আজ পশ্চিমা দেশগুলো এত গৌরব বোধ করে। ইসলামী খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানকে জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ নিতে হয়। যখন কোন জাতীয় পর্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তখনই পরামর্শ-সভার মাধ্যমে তা গ্রহণ করা কর্তব্য বলে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (টিকা ৬২১, ৬২২ দেখুন)।

২৬৬১। এই আয়াতে ইসলামের দণ্ড-বিধির ভিত্তি রয়েছে। ইসলামের অনুশাসন হলো, একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো, ঐ অপরাধীর নৈতিক সংশোধন। যদি ক্ষমাদ্বারা তার নৈতিক পরিবর্তন আনা সহজ মনে হয় তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি শাস্তি দানের মাধ্যমে তার সংশোধন হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়াই কর্তব্য। তবে শাস্তি কোন মতেই অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সর্বাবস্থায় এইরূপ উপদেশ দেয় না যে “এক গালে চড় দিলে অপর গাল পাতিয়া দাও” কিংবা “চোখের বদলে চোখ তুলিয়া ফেল”। বরং ইসলাম বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে, মধ্য পথ অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেয়।

**وَيَعْلَمُ الْذُّئْنَ يَجَادِلُونَ فِي أَيْتَابَةِ مَا  
لَهُمْ مِنْ مَحِيطِصِ**<sup>(৩)</sup>

**فَمَا أُذْتَبَتْمُ وَنَشَأَ شَيْءٌ قَمَتَاعُ الْحَمْوَةِ  
الدُّنْيَا كَجَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَآبَقَ  
لِلَّذِينَ أَسْنَوا وَعَلَرِتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**<sup>(৪)</sup>

**وَالْذُّئْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَ  
الْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ  
يَغْفِرُونَ**<sup>(৫)</sup>

**وَالْذُّئْنَ اسْتَجَابُوا لِرِتِهِمْ وَآتَاهُمْ  
الصَّلْوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بِمَنْهُمْ صَوَّ  
مِتَارَزَّقْنَهُمْ يُشْفَقُونَ**<sup>(৬)</sup>

**وَالْذُّئْنَ إِذَا آصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ  
يَنْتَصِرُونَ**<sup>(৭)</sup>

**وَجَرَّهُ أَسْتِيْقَةَ سَيْئَةَ قَشْلَهَا كَجَ فَمَنْ عَمَّا  
وَأَضْلَهَ فَأَجْرَهُ عَلَرِتِهِ لِلَّهِ لَا يَحِبُّ  
الظَّلِيمِينَ**<sup>(৮)</sup>

৪২। আর যারাই তাদের (নিজেদের) ওপর যুলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না<sup>২৬৬২</sup>।

৪৩। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধেই থাকবে যারা মানুষের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক আয়ার (নির্ধারিত) রয়েছে।

<sup>৪</sup> [১০] ৪৪। <sup>৪</sup>আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে, তার এ (কাজটি) ৫ হলো অবশ্যই এক দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

৪৫। <sup>৪</sup>আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তার জন্য এরপর কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যখন যালেমদেরকে আয়াবের সম্মুখীন হতে দেখবে তখন তারা বলবে, ‘এটিকে টলিয়ে দেয়ার কোন পথ আছে কি?’

৪৬। আর তাদের যখন এ (আয়াবের) সামনে উপস্থিত করানো হবে তখন তুমি তাদেরকে অপমানে অবনত ও অর্ধনীমীলিত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখবে<sup>২৬৬৩</sup>। আর যারা দ্বিমান এনেছে তারা বলবে, ‘নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারপরিজনকে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।’ জেনে রাখ, যালেমরা নিশ্চয় এক দীর্ঘস্থায়ী আয়াবে পড়ে থাকবে।

৪৭। আর তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন বন্ধু থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকবে না।

وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا  
عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّئَاتِهِ<sup>২২</sup>

إِنَّمَا السَّيِّئَاتِ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ  
النَّاسُ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>২৩</sup>

وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ لِكَذِلِكَ لَمْ يَكُنْ عَزِيزٌ  
إِنَّمَا مُؤْرِثٌ<sup>২৪</sup>

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلِيلٍ قَنْ  
بَعْدُهُ وَمَنْ تَرَى الظُّلْمِيَّاتِ لَمَّا رَأَاهُ  
الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَذِهِ إِلَى مَرَةٍ مِنْ  
سَيِّئَاتِهِ<sup>২৫</sup>

وَتَرَاهُمْ يُغَرِّضُونَ عَلَيْهِمَا حُشُوعِينَ  
مِنَ الدُّلُّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرِيفٍ خَفِيٍّ  
وَقَالَ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ الْخَسِيرِينَ  
الَّذِينَ خَسِرُوا آنفُسَهُمْ وَآهَلِيهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا إِنَّ الظُّلْمِيَّاتِ فِي  
عَذَابٍ مُّقِيمٍ<sup>২৬</sup>

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولَيَاءِ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ  
دُونِ الْأَنْوَارِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
مِنْ سَيِّئَاتِهِ<sup>২৭</sup>

দেখুন : ক. ১৬:১২৭ খ. ৪:১৪৪; ১৭:৯৮; ১৮:১৮।

২৬৬২। ইসলামের শান্তি প্রদান-নীতি স্বপ্ন-বিলাসী আদর্শবাদীদের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু একটি বাস্তববাদী ধর্ম হিসাবে ইসলাম নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বাস্তবসম্বিত সমাধান দিয়েছে। আত্মরক্ষাকে একজন মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য নিহত হয় সে ‘শহীদ’ হয়” (বুখারী, কিতাব ফিলমাযালেম ওয়াল গাসাব)।

২৬৬৩। ‘অবনত ও অর্ধনীমীলিত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখবে’ দ্বারা সেই দোষী ব্যক্তির বিহ্বল চাহনিকে বুঝায়, যাকে অপরাধের জন্য ধূত করা হয়েছে এবং যে উৎকষ্টার সাথে নিজের বিরুদ্ধে বিচারের অত্যাসন্ন হুকুম শুনবার অপেক্ষায় আছে।

৪৮। যে (দিনটিকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো টলানো হবে না সেদিন আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না এবং অঙ্গীকার করার কোন উপায়ও তোমাদের থাকবে না।

৪৯। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে সেক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাদের রক্ষাকারী করে পাঠাইনি। কেবল (বাণী) পৌছে দেয়াই তোমার কর্তব্য। আর ক্ষামরা যখন আমাদের পক্ষ থেকে মানুষকে কোন কৃপার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে এতে আনন্দিত হয়ে যায়। আর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন তাদের কোন অমঙ্গল হলে নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৫০। \*আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন এবং যাকে চান পুত্র দান করেন।

৫১। অথবা তিনি তাদেরকে পুত্র কন্যা উভয়টাই দান করেন। এ ছাড়া তিনি যাকে চান বন্ধ্য করে দেন<sup>২৬৬৪</sup>। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

৫২। আর কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে কেবল ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যমে, যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা-ই ওহী করে যা তিনি চান<sup>২৬৬৫</sup>। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক. ১১:১১ খ. ৫:৪১; ৩৯:৪৫; ৫৭:৩।

২৬৬৪। এই আয়াতে এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে এই বলে শাসিয়ে দিচ্ছেন যে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, অপরপক্ষে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি অবিশ্বাসীরা সন্তানহীন হয়ে পড়বে। কেননা তাদের সন্তানেরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

২৬৬৫। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার কাছে তিনটি উপায়ে কথা বলেন এবং আত্মপ্রকাশ করেন : (১) তিনি কারো মধ্যবর্তিতা ছাড়াই সরাসরি বান্দার সাথে কথা বলেন, (২) তিনি তাদেরকে এমন দৃশ্য দেখান যা ব্যাখ্যা ছাড়াই দর্শক স্বয়ং বুঝতে পারেন অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা বুঝে থাকেন অথবা বান্দার জগত অবস্থায় তিনি তাকে স্পষ্ট শব্দাবলী শ্রবণ করান, কিন্তু বান্দা দেখতে পায় না কে কথা বলছেন, “পর্দার আড়াল থেকে” শব্দগুলো দ্বারা এই অর্থই বুঝায়, (৩) আল্লাহ একজন বাণী-বাহক ফিরিশ্তাকে প্রেরণ করেন যিনি উদ্দিষ্ট বান্দার কাছে সেই বাণী পৌছিয়ে দেন।

إِشْجِنِبُوا الرَّبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي  
بِهِمْ لَا تَرَدَّلْهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ  
مَلْجَابٍ يَوْمَئِنْ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَكْبِيرٍ<sup>(৩)</sup>

فَإِنَّ أَغْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  
حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْمُودَ رَأَيْتَ رَأْدَ  
أَذْقَنَاهُ لَنْسَانَ وَنَارَ حَمَةَ فَرَحَ بِهَا جَوَّ  
إِنْ تُصْنِهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ  
فَإِنَّ أَكْلَنْسَانَ كَفُورٌ<sup>(৪)</sup>

يَلْوُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ  
مَا يَشَاءُ دِيَمَبْ لِيَمَنْ يَشَاءُ رَأْنَادَ دِيَمَبْ  
لِيَمَنْ يَشَاءُ الدَّكُورَ<sup>(৫)</sup>

أَوْ يَزَّوْجُهُمْ ذُكْرًا شَاءَ رَأَنَاجَ وَيَجْعَلُ  
مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا دَرَّةَ عَلَيْنِمْ قَدِيرَ<sup>(৬)</sup>

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ رَأْلَدَ حَيَا  
أَوْ مِنْ دَرَّائِيْ حِجَابِ آوْ يُزِيلَ  
رَسْوَنَ كَفِيُونَ حَبِيَ بِيَادِنِهِ مَا يَشَاءُ  
رَأْنَةَ عَلَيْيَ حَكِيمَ<sup>(৭)</sup>

৫৩। আর এভাবেই আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশে এক জীবনদায়ী বাণী ওহী করলাম<sup>২৬৬৬</sup>। কিতাব কী এবং ঈমান কী তুমি তা জানতে না। কিন্তু আমরা এ (বাণীকে) জ্যোতি বানিয়েছি (এবং) এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে যাকে চাই হেদায়াত দেই। আর নিচয় তুমি সরলসুদ্ধ পথে (লোকদের) পরিচালিত করছ,

وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا لِيَنِكَ رُؤْخَاتِنَ آمْرِنَا  
مَا كُنْتَ تَذَرِّي مَا إِنَّكَ تُبَلِّغُ وَلَا إِنَّكَ يَعْلَمُ  
وَلَكِنَّ جَعْلَنَهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءَ  
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ<sup>১</sup>

<sup>৫</sup> ৫৪। সেই আল্লাহর পথে<sup>২৬৬৭</sup> (যিনি) আকাশসমূহে এবং  
[১০] পৃথিবীতে যা-ই আছে এর (সব কিছুর) মালিক। সাবধান! সব  
৬ বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়<sup>২৬৬৮</sup>।

صِرَاطِ اِنْشُوَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ  
مَا فِي الْأَرْضِ هُوَ أَلَّا إِنَّمَا تَصْبِيرُ الْأُمُورُ<sup>২</sup>

২৬৬৬। কুরআনকে এখানে 'রহ' (জীবনের শ্঵াস-প্রশ্বাস) (লেইন) বলা হয়েছে। কারণ একটি মৃতজাতি এরই মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করেছে।

২৬৬৭। ইসলাম হচ্ছে মূর্ত জীবন, জ্যোতি এবং সুপথ যা মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌছে দেয়। মানুষ সৃষ্টির গৃঢ় উদ্দেশ্য কী, তা ইসলামই মানুষকে অনুধাবন করায়।

২৬৮৮। সবকিছুর শুরু আল্লাহর হাতে এবং সবকিছুর শেষও আল্লাহ তাআলারই হাতে।